দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ৯ বৈশাখ ১৪১৯
২২ এপ্রিল ২০১২

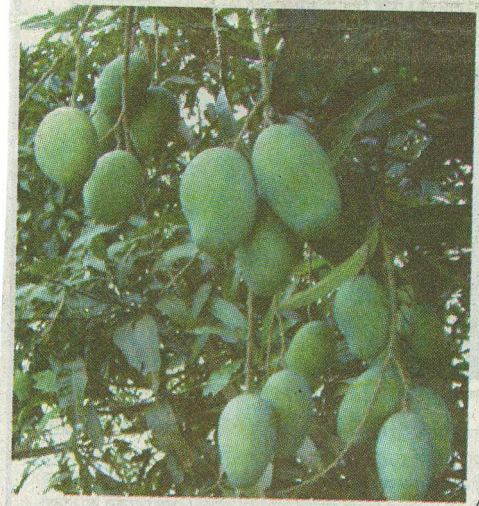

আমের রোগ ও প্রতিকার

•কৃষিবিদ জাভেদ রহমান•

আম বাংলাদেশের প্রধান চাষযোগ্য অর্থকরী ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম। আম চাষে রয়েছে নানা সমস্যা। এরমধ্যে বিভিন্ন রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। সঠিক সময়ে রোগ ও পোকা-মাকড় দমন করতে ব্যর্থ হলে আমের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এই রোগ ও পোকা-মাকড় দমনের সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন করে নির্দিষ্ট মাত্রায় সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

আমের মাছিপোকা: দেশের সব এলাকার আম গাছে এখন থোকা থোকা কাঁচা আম। আম ঘরে আসতে এখনো অনেক প্রতিকূল পরিবেশ পাড়ি দিতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম হল- ফলের মাছিপোকা। আমের বয়স দুই মাস থেকে আম সংগ্রহ করা পর্যন্ত এ পোকা আমের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।

মাছিপোকা আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আম পাকার মৌসুমে স্ত্রী মাছি পরিপক্ক আমের গায়ে ডিম পাড়ে। ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে সাদা কিড়া বের হয়। এ অবস্থায় পাকা আম নরম হয়ে গেলে ম্যাগোট আম থেকে বের হয়ে মাটির গর্তে ঢুকে যায় এবং ছয় দিন পর এটি পুত্তলিতে পরিণত হয়। পুত্তলিতে পরিণত হওয়ার ছয় দিন পর এটি পূর্ণাঙ্গ মাছিপোকায় রূপান্তরিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় মাছিপোকার আক্রমণ বুঝা যায় না, তবে ভালভাবে লক্ষ্য করলে আক্রান্ত আমের গায়ে ডিম পাড়ার স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। ক্ষত স্থানটি কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যায়। আক্রান্ত আম পাকা শুরু হলে আক্রান্ত স্থান থেকে রস ঝরতে দেখা যায়। পাকা আম কাটলে আক্রান্ত আমের শাঁসের ভেতর ১০০ থেকে ১৫০টি সাদা সাদা পোকার কিড়া দেখা যায়। এ পোকায় আক্রান্ত আম অনেক সময় বিকৃত হয়ে যায় বা পচে যায়। এই মৌসুমে মাছিপোকার মাধ্যমে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। কারণ উচ্চ তাপমাত্রা ও মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হলে মাছিপোকা তাড়াতাড়ি বড় হয়।

প্রতিকার: আম গুটি বাঁধার ৫০ থেকে ৫৫ দিন পর প্রতিটি আম কাগজ (ব্রাউন পেপার) দিয়ে মুড়িয়ে দিলে আমকে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। ছোট গাছের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সহজেই ব্যবহার করা যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমের রসের সাথে এক গ্রাম ডিপটেরেক্স মিশিয়ে বিষটোপ বানিয়ে এ বিষটোপ বাগানে রেখে মাছিপোকা দমন করা যেতে পারে। আম পাকার মৌসুমে আমবাগানে ব্লিচিং পাউডার (প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম) স্প্রে করে মাছি তাড়ানো যেতে পারে। আমবাগানে ফেরোমন ফাঁদও ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্যুটি মোল্ড: পাতা, ফল, মুকুলে কালো কালো দাগ পড়ে।

প্রতিকার: স্যুটি মোল্ড দমনে সালফার (৪ গ্রাম/লিটার) ব্যবহার করা যেতে পারে।

বোঁটা পচা রোগ: প্রথমে বোঁটার দিকে পচন ধরে পরে পুরো ফলটি পচে কালো হয়ে যায়। গাছে থাকলে জীবাণুটি মৃক্ত অবস্থায় থাকে; পরে আম সংগ্রহের পরে উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় রাখা হলে আক্রান্ত আমের পাল্পগুলো বাদামী হয়ে যায় যা আর খাওয়ার উপযোগী থাকে না।

প্রতিকার: প্রায় ২ থেকে ৩ সে.মি. বোঁটা রেখে আম সংগ্রহ করতে হবে। ডায়থান এম ৪৫ অথবা বেভিসটিন (০.২%) স্প্রে করতে হবে।